গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)
৩৯৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
www.bscic.gov.bd

স্মারক নং: ৩৬.০২.০০০০.০০৫.৯৯.০৫৪.২৫. ১০৮০

তারিখ: বৈশাখ ১৪৩৩ / এপ্রিল ২০২৬

বিষয়: আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহায় কোরবানিকৃত পশুর চামড়া লবণ দিয়ে সংরক্ষণের জন্য বিসিক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিসিক লবণ ও চামড়া শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহায় কোরবানিকৃত পশুর চামড়া লবণ দিয়ে সংরক্ষণের জন্য বিসিক কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন:

ক) আসন্ন ঈদুল আজহায় লবণ দিয়ে চামড়া সংরক্ষণের জন্য লবণের চাহিদা নিরূপণ; (চাহিদা নিরূপণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা: সংযুক্তি-০১);
খ) ডিলার/পাইকারী লবণ বিক্রেতাদের তালিকা হালনাগাদসহ লবণ মজুত সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ; (সংযুক্তি-০২)
গ) চামড়া সংরক্ষণের জন্য জেলার লবণের চাহিদা অনুযায়ী মজুত নিশ্চিতকরণ;
ঘ) চালু লবণ মিল/ডিলার/পাইকারী লবণ বিক্রেতাগণের তালিকা চামড়া সংরক্ষণকারীদের নিকট সরবরাহ;
ঙ) বিনামূল্যে লবণ বিতরণের জন্য জেলা/উপজেলাভিত্তিক এতিমখানা/মাদ্রাসা/লিল্লাহ বোডিং এর তালিকাসহ প্রকৃত লবণের চাহিদা নিরূপণ;
চ) শিল্প মন্ত্রণালয়/বিসিক কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী তালিকাভুক্ত লবণ মিল হতে লবণ ক্রয় ও বিতরণে জেলা প্রশাসনকে সার্বিক সহায়তা;
ছ) বিসিক আঞ্চলিক এবং জেলা কার্যালয়সমূহে মনিটরিং টিম গঠন;
জ) জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে লবণ ও চামড়া সংক্রান্ত সভা আয়োজন;
ঝ) চামড়া সংরক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচার প্রচারণা;
ঞ) লবণ দিয়ে চামড়া সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা সংগ্রহ;
ট) নিয়মিতভাবে লবণ ও চামড়া সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বিসিক প্রধান কার্যালয়ে (saltcellbscic@gmail.com) প্রেরণ।

২। বর্ণিতাবস্থায়, আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহায় কোরবানিকৃত পশুর চামড়া লবণ দিয়ে সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তাবায়নের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০২ (দুই) পাতা।

২৯/০৪/২৬

(মোঃ আবদুল মতিন)
পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ), বিসিক
ফোন: ০২২৩৩১৪০৩৭

বিতরণ:
০১। আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী।
০২। বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান (সকল)।

স্মারক নং: ৩৬.০২.০০০০.০০৫.৯৯.০৫৪.২৫.১০৮০

তারিখ: বৈশাখ ১৪৩৩ / এপ্রিল ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
০২. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
০৩. পরিচালক (সকল) বিসিক, ঢাকা।
০৪. জেলা প্রশাসক (সকল)।
০৫. মহাব্যবস্থাপক (সকল), বিসিক, ঢাকা।
০৬. আইসিটি সেল প্রধান, বিসিক, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
০৭. চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বিসিক, ঢাকা।

(মোঃ আবদুল মতিন)
পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ), বিসিক
ফোন: ০২২৩৩১৪০৩৭

সংযুক্তি- ০১: লবণ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং চাহিদা নিরূপণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিসিক লবণ ও চামড়া শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিসিকের মাধ্যমে ১৯৬১ সাল থেকে দেশে পরিকল্পিতভাবে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৯০ সাল হতে সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। মাঠে লবণ উৎপাদন, মিলে লবণ প্রক্রিয়াজাত ও আয়োডিনযুক্তকরণ, বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন লবণ সরবরাহে বিসিক কাজ করে থাকে।

- **২০২৫-২৬ অর্থবছরে খাতভিত্তিক লবণের চাহিদা (লক্ষ মে.টন):**

অপরিশোধিত: ২৭ লক্ষ ১৫ হাজার মে.টন।
পরিশোধিত: ২২ লক্ষ ৫৪ হাজার মে.টন (ভোজ্য- ৮.৯৭, শিল্প- ৯.৩১, মৎস্য- ০.৫১, প্রাণিসম্পদ: ৩.৭৫)

- **লবণ উৎপাদন:**

২২-০৪-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত লবণ উৎপাদন হয়েছে ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৪২ মে.টন। বর্তমানে লবণ উৎপাদন চলমান রয়েছে।

- **লবণ মজুদ:**

২২ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত লবণ মাঠ ও লবণ মিলে মোট ক্রুড লবণ মজুদ রয়েছে ১৩ লক্ষ ৬০ হাজার মে.টন (লবণ মাঠে ১১.১৫ লক্ষ মে.টন এবং লবণ মিলে ২.৪৫ লক্ষ মে.টন)। এছাড়াও সরবরাহ চ্যানেল এবং বিক্রেতা পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী শিল্প ও ভোজ্য লবণ মজুদ রয়েছে।

- **আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহায় লবণের লক্ষ্যমাত্রা:**

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালে কোরবানিযোগ্য পশুর সংখ্যা ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৩৭ টির ভিত্তিতে আসন্ন ২০২৬ সালে পবিত্র ঈদুল আজহায় কোরবানিকৃত পশুর চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য লবণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লক্ষ মে.টন।

- ***ভোজ্য লবণের চাহিদা নিরূপণ সংক্রান্ত:***

✓ জেলার ভোজ্য লবণের চাহিদা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জেলার মোট জনসংখ্যা এবং জনপ্রতি প্রতিদিন ১৪ গ্রাম লবণ গ্রহণের পরিমাণ ধরে হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ, একটি জেলার জনসংখ্যা ১২ লক্ষ হলে দৈনিক ভোজ্য লবণের চাহিদা হবে ১২,০০,০০০×১৪= ১,৬৮,০০,০০০ গ্রাম বা ১৬৮০০ কেজি বা ১৬.৮ মে. টন।

✓ কোরবানির পশুর চামড়া লবণ দিয়ে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিটি গরু/মহিষের জন্য ০৮ কেজি এবং প্রতিটি ছাগল/ভেড়ার জন্য ০৪ কেজি লবণ ধরে চাহিদা নির্ণয় করতে হবে। অর্থাৎ, একটি জেলার কোরবানিযোগ্য পশুর সংখ্যা ২৭৭২ টি (৯৫০টি গরু/মহিষ এবং১৮২২টি ছাগল/ভেড়া) হলে লবণের চাহিদা হবে= গরু/মহিষের জন্য ৯৫০×০৮=৭৬০০ কেজি ছাগল/ভেড়ার জন্য ১৮২২×০৪=৭২৮৮ কেজি। মোট=১৪৮৮৮কেজি বা ১৪.৮৯ মে.টন।

(প্রাণিসম্পদ অফিস হতে কোরবানিযোগ্য পশুর সংখ্যা সংগ্রহ করতে হবে)

লবণ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে নিম্নোক্ত মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করুন:
০১ . ০১৭২২২০২৯৪০ (এস এম রেজুয়ানুল ইসলাম, উপব্যবস্থাপক, লবণ সেল, বিসিক, ঢাকা)।
০২. ০১৭১৮২৭৬৫৮৯ (মো: আবুল খায়ের, উপব্যবস্থাপক (ভা.), লবণ সেল, বিসিক, ঢাকা)।

সংযুক্তি-০২: ডিলার/পাইকারী লবণ বিক্রেতাদের তালিকা ও লবণ মজুদ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ

ক্র.	জেলা	উপজেলা	ডিলার/পাইকারি লবণ বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর	লবণ মজুদের পরিমান (মে.টন)			মন্তব্য
				ভোজ্য	শিল্প	মোট	